দাসী না পতিতা?

উম্মে সুমাইয়াহ আল-মুহাজিরাহ

দাবিক ৯ হতে সংকলিত

দাসী না পতিতা ?

উম্মে সুমাইয়াহ আল-মুহাজিরাহ

সর্বশক্তিমান ও সুদৃঢ় আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি তাঁর সাহায্যের মাধ্যমে মুসলিমদের শক্তিশালী করেন এবং তাঁর শক্তির মাধ্যমে মুশরিকদের অপমানিত করেন। এবং শান্তি ও দোয়া বর্ষিত হোক আমাদের আদর্শ নবী ও রাসুলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতি এবং যারা তাঁকে অনুসরণ করেছেন এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন তাদের প্রতি এবং তাঁর পরিবার, সাহাবী এবং তাঁকে যারা সমর্থন করেছেন তাদের প্রতি।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা বলেন, "আর যদি তোমরা ভয় কর যে, এতীম মেয়েদের হক যথাথভাবে পূরণ করতে পারবে না, তবে সেসব মেয়েদের মধ্যে থেকে যাদের ভাল লাগে তাদের বিয়ে করে নাও দুই, তিন, কিংবা চারটি পর্যন্ত। আর যদি এরূপ আশঙ্কা কর যে, তাদের মধ্যে ন্যায় সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না, তবে, একটিই অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদেরকে; এতেই পক্ষপাতিত্বে জড়িত না হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা।" [আন-নিসাঃ৩]

তিনি আরও বলেন, "তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ, তাদেরও। তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।" [আন-নুরঃ৩২]

তাঁর বিশ্বাসী বান্দাদের সম্পর্কে তিনি আরও বলেন, "এবং যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে। তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে তারা তিরস্কৃত হবে না।" [আল-মু'মিনুনঃ৫-৬]

তিনি তাঁর মুমিন বান্দাদের মহিলা দাসীদেরকে বিয়ে করতে উৎসাহ দেন (যদি তারা মুক্ত মহিলাকে বিয়ের সামর্থ্য না রাখে) এবং সম্ভ্রান্ত বংশের মুক্ত মহিলার থেকে মুমিন দাসীদেরকে বেশি প্রাধান্য দেন, তিনি বলেন, "অবশ্য মুসলমান ক্রীতদাসী মুশরিক নারী অপেক্ষা উত্তম।" [আল-বাকারাঃ২২১]

ডান হাতের অধিকার (মুল্ক আল-ইয়ামিন) হল মহিলা বন্দী যাদের দাসত্বের কারণে তাদের স্বামী থেকে বিচ্ছেদ ঘটে। তারা ঐ ব্যক্তির জন্যে হালাল হয়ে যায় যে তাদের মালিক হয়ে যায়, এমনকি যদি ঐ মহিলার যুদ্ধরত স্বামী তাকে তালাকের ঘোষণা নাও দেয়।

সাইদ ইবনে জুবাইর থেকে বর্নিত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহ)বলেন, "যেকোনো বিবাহিত মহিলার কাছে যাওয়া ব্যভিচার শুধু ঐ মহিলা ব্যতীত যে দাসী"।[আল-হাকিম এটা বর্ণনা করেন এবং বলেন, "এটা বুখারী ও মুসলিম অনুসারে সহীহ হাদিস]

সাবী (যুদ্ধের মাধ্যমে দাসী পাওয়া) একটি মহৎ নবীওয়ালা সুন্নাত যার অনেক পবিত্র হিকমা ও ধর্মীয় উপকার রয়েছে,

মানুষ এ ব্যাপারে অবগত হোক বা না হোক। আমাদের নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুফফারদের উপর আক্রমন করার সাক্ষী হল তাঁর সিরাত। তিনি তাদের পুরুষদেরকে হত্যা করতেন এবং মহিলা ও শিশুদেরকে দাসী হিসেবে নিতেন। আমাদের প্রিয় নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আক্রমন (সারিয়া) আমাদেরকে এই বার্তা দেয় । এ ব্যাপারে বনু আল-মুস্তালিক, বনু কুরাইযা এবং হাওয়াজিন গোত্রকে জিজ্ঞাসা করুন।

ইবনে আওন বলেন, "আমি নাফিকে লিখেছিলাম তাই তিনি এ বলে জবাব দেন, 'রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বনু আল-মুস্তালিককে আক্রমন করেছিলেন যখন তারা এটা আশাই করেনি এবং তাদের গবাদী পশুরা তখন পানি পান করছিল। তারপর তিনি তাদের যোদ্ধাদের হত্যা করলেন, তাদের শিশুদেরকে ক্রীতদাস হিসেবে নিলেন এবং জুওয়াইরিয়াহকে গ্রহন করলেন । এটা আমাকে ইবনে উমর বলেছেন। এবং তিনি সেই বাহিনীর অংশ ছিলেন'"। [আল-বুখারী ও মুসলিম থেকে বর্নিত]

খন্দকের যুদ্ধের পরে বনু কুরাইযা গোত্র সাদ ইবনে মুয়ায (রাদিয়াল্লাহু আনহ)এর বিচারের শরণাপন্ন হল। তখন তিনি বলেন, "আমি ঘোষণা দিচ্ছি যে, তাদের যোদ্ধাদেরকে হত্যা করা হোক এবং পরিবারকে দাস হিসেবে নেওয়া হোক"। তখন আল্লাহর রাসুল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "নিশ্চয় তুমি তাদের এ বিষয়টি একদম আল্লাহর আইনে বিচার করেছ"। [আল-বুখারী ও মুসলিম থেকে বর্নিত]

খাইবার যুদ্ধে মৃত ইহুদী পুরুষদের সংখ্যা ৯৩ জন পর্যন্ত পৌঁছেছিল [মাগাজি আল-ওয়াকিদি]। তাদের নারী ও শিশুদেরকে দাস হিসেবে নেওয়া হয়েছিল এবং উম্মুল মু'মিনিন সাফিয়া বিনতে উওয়াইয়া ইবনে আখতাব দাসী হিসেবে বন্দী হয়েছিলেন। আল্লাহর রাসুল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে মুক্ত করেন এবং বিয়ে করেন। [আল-বুখারী ও মুসলিম]

হুনাইনের যুদ্ধে আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাওয়াজিন গোত্রকে বন্দী করেছিলেন যতক্ষণ না দাসীর পরিমাণ ছয় হাজারে পৌঁছে। [আত-তাবাকাত আল-কুবরা]

সিরাতের আলেমগণ উল্লেখ করেছেন যে, রাসুল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চারজন দাসীকে উপপত্নী হিসেবে নিয়েছিলেন যার মধ্যে মারিয়াহ আল-কিবতিয়্যাহ এবং রায়হানাহ আল-নাদরিয়্যাহ ছিলেন। [যাদ আল-মা'আদ]

সাহাবাগণ এবং তাঁদের অনুসারীরা নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পরে পরিপূর্ণ ভাবে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। তাই আমরা প্রায় এমন কোন সাহাবী পাইনি যিনি সাবী গ্রহণ করেননি। আলী ইবনে আবি তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহ) এর উনিশজন দাসী ছিল। ইবনে উয়াইনাহ থেকে বর্নিত আমর ইবনে দিনার বলেন, "আলী ইবনে আবি তালিব তাঁর উইলে (অসিয়তনামা) লেখেন যে, 'এই যুদ্ধ চলাকালে যদি আমার কিছু হয় তাহলে আমার দাসীর সংখ্যা হল উনিশ যাদের সাথে আমি সহবাস করি। তাদের মধ্যে কেউ আমার সন্তান প্রসব করেছে, কেউ গর্ভবতী এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ সন্তানহীন'"। [মুসান্নাফ আব্দুর-রাজ্জাক]

আবু সাইদ আল-খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহ)বলেন, "আমার একজন দাসী ছিল যার সাথে আমি আযল করতাম। সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় একজনকে জন্ম দেয়"। [মুসান্নাফ আব্দুর-রাজ্জাক]

এ সবকিছুর পরে এবং পুনরায় খিলাফাহর সূর্য কিরণের পর এবং বিজয় ও কর্তৃত্বের বাতাস প্রবাহের পরে, ইসলামিক স্টেট -শুধুমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহে- ইসলামী দণ্ড এবং শরীয়তের শাসনকে 'বই ও কাগজের' অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে এসেছে এবং আমরা সত্যিকার ভাবে সেগুলোর মধ্যেই বেঁচে আছি যখন সেগুলোকে বছরের পর বছর ধরে কবর দিয়ে রাখা হয়েছিল...এত কিছুর পরেও সন্দেহ পোষণকারীরা মিথ্যা গুজব ও অভিযোগ ছড়ানোর সাহস করে যাতে 'সাবী'র মত বিখ্যাত শার'ই আইন ও পবিত্র নবীওয়ালা সুন্নাতের সৌন্দর্য বিকৃত করা যায়! এত কিছুর পরেও সাবী গ্রহন ব্যভিচার হয়ে যায় এবং তাসাররি (দাসীকে উপপত্নী হিসেবে নেওয়া) ধর্ষণ হয়ে যায়? এই মিথ্যাচার যদি কুফফারদের থেকে শুনতাম যারা আমাদের দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ! বরং তাদের থেকে শুনি যারা আমাদের উম্মাহর মধ্যেই পড়ে, যাদের নাম মুহাম্মাদ, ইব্রাহীম বা আলী! তাই আমি আশ্চর্য হয়ে বলি, "আমাদের লোকেরা কি জাগ্রত না ঘুমন্ত?" কিন্তু তখন এটা আমাকে আতঙ্কিত করল যখন কিছু দাওলাতুল ইসলামের সম্মান যেন টিকে থাকে এবং আল্লাহ যেন এর কর্তৃত্ব বিস্তৃত করেন- সমর্থকরা (আল্লাহ তাদের ক্ষমা করুন) দাওলাতুল ইসলামকে কুফফার মিডিয়া থেকে রক্ষা করতে লাগল, যখন ষ্টেটের ইয়াজিদি নারীদেরকে বন্দী করার ফলে কুফফার মিডিয়া এ বিষয়ে সমালোচনা করতে লাগল। তখন সমর্থকরা এ বিষয়টি অস্বীকার করতে লাগল, যেন খিলাফাহহ'র সৈনিকেরা কোন ভুল বা পাপ করেছেন।

এভাবে ঘটনাগুলো সীমা অতিক্রম করার পর এবং ভণ্ডদের (ভুয়া আলেম) ঘেউ ঘেউ পথভ্রষ্ট যাজকদের কাতারে উঠার পরে, তাদের এ ঘোষণা আরেকটা সত্যের ঘোষণার মাধ্যমে মোকাবেলা করা জরুরী হয়ে পড়েছে, যাতে তাদের মিথ্যাচার প্রতিহত হয় এবং তাদের জিহবা সংযত হয়।

হ্যাঁ, আল্লাহ তাঁর আওলিয়াদের ভূমি উন্মুক্ত করেছেন যেখানে তারা প্রবেশ করতে পারে এবং সেই ভুমির মধ্যেই ছড়িয়ে যেতে পারে, কুফফার যোদ্ধাদের হত্যা করে, তাদের

নারীদেরকে বন্দী করে এবং তাদের শিশুদেরকে দাস বানিয়ে।

আমি এটা লিখছি যখন এর অক্ষরগুলো থেকে গর্ব ক্ষরিত হচ্ছে। হ্যাঁ, হে কাফিরদের তাবৎ ধর্মসমূহ, আমরা অবশ্যই আক্রমন করেছি এবং কাফির নারীদেরকে বন্দী করেছি এবং তাদেরকে তরবারীর ধারের দ্বারা মেষের মত চরিয়েছি। গৌরব শুধু আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের জন্যে এবং মুমিনদের জন্যে কিন্তু মুনাফিকরা তা জানেনা!

অথবা তোমরা বা তোমাদের সমর্থকেরা কি ভেবেছিলে যে আমরা সেদিন মশকরা করেছিলাম যেদিন নবুয়তের আদলে খিলাফাহ'র ঘোষণা দিয়েছিলাম? আল্লাহর কসম, এটাই খিলাফাহ যা তোমাদের কথা বলা, দেখা বা শোনার মত নিশ্চিত। এটা সেই খিলাফাহ যা মুসলিমদের জন্য সম্মান ও গৌরব বহন করে এবং কাফিরদের জন্যে অপমান ও অসম্মান বহন করে। ইবনে উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহ) থেকে বর্নিত, আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "কিয়ামতের পূর্বে আমাকে তরবারী সহকারে প্রেরণ করা হয়েছে, যাতে কোন শরীক ছাড়াই একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা হয় এবং আমার রিজিক আমার বর্শার ছায়াতলে রয়েছে। অপমান ও অসম্মান তাদের জন্যে যারা আমার হুকুমের বিরোধিতা করে"। [ইমাম আহমদ থেকে বর্নিত]

সুতরাং তাদেরকে অপমান আমরা করি না বরং আল্লাহ তাঁর বিশ্বস্ত বান্দাদের হাতে করান যারা শুধু এটাই চায় যে, আল্লাহর কালিমা সর্বোচ্চে থাকবে এবং কাফিরদের কালিমা সবচেয়ে নিচে থাকবে। এ কারণে তারা তাদের আত্মা ও হৃদয় উৎসর্গ করেছে। তাদের লক্ষ্য হল ইসলামের মাহাত্ম্য এবং অপমান তাদের জন্যে যারা ইসলাম বাদে অন্য কোন ধর্ম আশা করে!

আব্দুর রহমান ইবনে জুবায়ের ইবনে নুফায়ের থেকে বর্নিত, তাঁর পিতা বলেন, "যখন সাইপ্রাস বিজিত হল তখন মানুষেরা বন্দীদেরকে ভাগ করতে লাগল। তারা নিজেদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে গেল, কারণ বন্দীরা নিজেদের জন্যে কান্নাকাটি করছিল। তখন আবুদ-দারদা সেখানে গেলেন। তিনি মাটিতে বসে পড়লেন এবং কাঁদতে লাগলেন। তখন জুবায়ের ইবনে নুফায়ের তাঁর কাছে আসলেন এবং বললেন, 'হে আবুদ-দারদা, কোন জিনিস আপনাকে কাঁদাচ্ছে? আপনি এমন দিনে কাঁদছেন যেদিন আল্লাহ ইসলাম ও তার অনুসারীদেরকে সম্মানিত করেছেন এবং কুফর ও এর মানুষদের অপমানিত করেছেন?' তখন তিনি বলেন, 'হে জুবায়ের ইবনে নুফায়ের, তোমার মাতা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক! সেই লোকগুলো আল্লাহর কাছে কতটাই ঘৃণিত যারা তাঁর নির্দেশ বর্জন করে! তারা কি মানুষের উপরে সুস্পষ্ট ও ক্ষমতাশীল জাতি নয়? তারা ততদিন পর্যন্ত শাসন করেছে যতদিন না তারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করেছে, আর তাদের পরিণতি তুমি এখন দেখছ। নিশ্চয় যখন কোন

মানুষের উপরে দাসত্ব এসে চেপে যায়, তখন তার কাছ থেকে আল্লাহর অনুগ্রহ ছেড়ে চলে যায়, কারণ আল্লাহর কাছে তাদের কোন প্রয়োজন নাই’”। [সুনানে সাইদ ইবনে মানসুর]

অতএব, আমি একথা বলে হিংসুকের রাগ আরও বাড়িয়ে দিচ্ছি যে, সেদিন আমি ও আমার সাথে যারা বাসায় আছে শুকরিয়ায় সিজদাহ করেছিলাম, যেদিন প্রথম আমাদের বাসায় দাসী প্রবেশ করে। হ্যাঁ, আমরা আমাদের রবের প্রশংসা করেছিলাম আমাদেরকে সেদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকার তৌফিক দেওয়ার জন্য যেদিন আমরা কুফরকে অপমানিত এবং এর ধ্বজাকে ধ্বংস হতে দেখেছি। আজ আমরা এখানে, শত শত বছর পর, একটা নবীওয়ালা সুন্নাহকে পুনর্জীবিত হতে দেখছি, যাকে আরব এবং অনারব উভয়ই, আল্লাহর এ শত্রুরা কবর দিয়ে রেখেছিল। আল্লাহর সাহায্যে আমরা একে তরবারীর ধারের মাধ্যমে ফিরিয়ে এনেছি এবং তা শান্তি, সমঝোতা, গনতন্ত্র বা ভোটের মাধ্যমে আনি নি। এটা আমরা সুন্নতী পন্থায় প্রতিষ্ঠা করেছি, রক্তে রঞ্জিত তরবারীর দ্বারা, ঐ আংগুলের মাধ্যমে নয় যা দিয়ে ভোট দেওয়া হয় বা টুইট করা হয়।

তাদের জন্যে, যারা সাবীর জন্য খিলাফাহর সৈনিকদের দোষারোপ করে, এটা কোন আশ্চর্যের বিষয় নয়, কারণ তারা হল সেসকল লোক যারা মিথ্যা সন্দেহ এবং বক্র তর্কের মাধ্যমে জিহাদের আবশ্যকতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তারা ও তাদের ভেড়ার মত অনুসারী সব একই পালের অনুসারী। এখন আমরা কেন তাদের সমালোচনা করবো? তাদের গুনাহপূর্ণ পিছনে বসে থাকা দেখতে পাওয়া কি আমাদের জন্য যথেষ্ট নয় যার কারণে তাদের ভুঁড়ি ফুলে গেছে এবং তাদের দুর্বলতা প্রচুর পরিমাণে বেড়ে গেছে?

তারা দ্বীনের একটি মূলনীতি সম্পর্কে কথা বলতে ভয় পায় তা হল তাগুতকে অস্বীকার করা। সুতরাং দ্বীনের গৌণ কোন বিষয়ে তাদের কাছ থেকে কোন সত্য কথা কি আমরা আশা করতে পারি? এমনকি ‘আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই’ এই সাক্ষ্যদানকে তারা অস্পষ্ট করে ফেলেছে এবং প্রকাশ্যে তা ঘোষণা করে না এই ভয়ে যে তাগুতের নিষ্ঠুরতা –আল্লাহর পরিবর্তে যাদের সাথে তাদের বন্ধুত্ব- তাদের পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে। তারা সর্বশক্তিমান আল্লাহর তাঁর বান্দা মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতি এ আদেশকে ভুলে গেল, “সুতরাং, ঘোষণা দিন যার আদেশ আপনাকে করা হয়েছে।” [আল-হিজরঃ৯৪]। ইবনে সউদ নয়, আল্লাহই ও একমাত্র আদেশদাতা, বা ইবনে যাইদ (আরব আমিরাতের তাগুত) নয় বা ইবনে মাওজাহ (কাতারের তাগুত) নয় বা অন্য কেউ নয়। এবং এ শাসকগুলো সবাই হোয়াইট হাউসের সহোদর পুত্র।

তারা একদিন বলল যে এখন কোন জিহাদ নাই, তখন মুমিনদের একটি দল শুধুমাত্র আল্লাহর শক্তিতে নবুয়তের আদলে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করল। আজকে তারা বলে যে কোন সাবী নাই, যেখানে আমাদের দাওলাহ’র কিছু দাসী গর্ভবতী এবং তাদের মধ্যে কাউকে আল্লাহর জন্য মুক্ত করা হয়েছে এবং মুসলিম হওয়ার পরে আদালতে তাদের বিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এখন তারা ভালভাবে ইসলাম পালন করছে। আমাদের পিতা ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) ‘হাজার’কে উপপত্নী হিসেবে নিয়েছিলেন এবং তিনি ইসমাইল (আলাইহিস সালাম) কে জন্ম দেন এবং আমাদের নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মারিয়াহকে উপপত্নী হিসেবে নিয়েছিলেন এবং ইব্রাহীম নামে এক সন্তান জন্ম দেন। এটা বর্নিত আছে যে, যায়েদ ইবনে আলী[১] একবার হিশাম ইবনে আব্দিল-মালিক এর বাসায় প্রবেশ করেন। হিশাম তাঁকে বলেন, “এটা আমার কাছে পৌঁছেছে যে আপনি নাকি খলিফা হওয়ার আশা পোষণ করছেন। কিন্তু আপনি তার জন্য উপযুক্ত নন কারণ আপনি একজন দাসীর পুত্র!” তখন যায়েদ উত্তর দিলেন, “তোমার কথামতে আমি খলিফা হওয়ার আশা করছি, গায়েবের বিষয় আল্লাহ ছাড়া আর কেউই জানে না। এবং আমি দাসীর সন্তান হওয়ার বিষয়ে বলব যে, ইসমাইল (আলাইহিস সালাম) একজন দাসীর পুত্র ছিলেন এবং আল্লাহ তায়ালা মানুষের মধ্যে সর্বোত্তমকে তাঁর বংশধর করেছেন”।

ইবনে কাছির (আল্লাহ তাঁকে রহম করুন) উল্লেখ করেছেন যে “আল-হুসাইন (ইবনে আলী ইবনে আবি তালিব) এর কোন পুরুষ বংশধর ছিল না শুধুমাত্র আলী ইবনে আল-হুসাইন ছাড়া এবং আলী ইবনে আল-হুসাইনের কোন বংশধর ছিলনা শুধু তাঁর চাচাতো বোন আল-হাসানের কন্যার পক্ষ ছাড়া। তাই মারওয়ান ইবনে আল-হাকাম তাঁকে বলেন, ‘শুধু যদি আপনি উপপত্নী নিতেন, তাহলে আপনার আরও সন্তান হত’। তিনি উত্তর দিলেন, ‘উপপত্নী রাখার সামর্থ্য আমার নাই’। তখন তিনি তাঁকে এক লক্ষ দিরহাম ধার দিলেন। তারপর তিনি এটা দিয়ে উপপত্নী কিনলেন এবং পরবর্তীতে তারা অনেক সন্তান জন্ম দিয়েছিলেন। মারওয়ান অসুস্থ হয়ে যাওয়ার পর, তিনি তাঁর উইলে লেখেন যে ‘আলী ইবনে আল-হুসাইন’কে যে টাকা তিনি ধার দিয়েছিলেন, তার কিছুই ফেরত নেওয়া হবে না। এভাবে, সমস্ত আল-হুসাইনের বংশধর আলী ইবনে আল-হুসাইনের বংশ থেকে এসেছিল, আল্লাহ তাঁকে রহম করুন”। [আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া]

বরং, আমাকে হিংসুকদের হৃদয়ের ব্যথা আরও বাড়াতে দিন। নিশ্চয় যে সকল দাসীরা সাবী হওয়ার পরে কঠোর পরিশ্রমী এবং তীব্র জ্ঞান অন্বেষণকারীতে পরিণত হয়েছে, ইসলামে আসার পরে সে যা খুঁজে পেত, কুফরে থাকা অবস্থায় তা খুজে পেতনা, যদিও সেখানে স্বাধীনতা ও সমতার স্লোগান ছিল প্রচুর। নিশ্চয় এটা আমাদের প্রকৃত

১ সম্পাদকের কথাঃ তাঁর পিতা ছিলেন আলী ইবনে আল-হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবি তালিব আল-হাশিমি আল-কুরাইশি এবং তাঁর মাতা হলেন একজন সিন্দি দাসী যার মালিক ছিলেন তাঁর পিতা এবং তাঁকে উপপত্নী হিসেবে রেখেছিলেন।

ইসলাম, যা প্রত্যেক নিচুকে উপরে নিয়ে আসে এবং প্রত্যেক অভাবের পরিসমাপ্তি ঘটায়।

আবু হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহ) থেকে বর্নিত, রাসুল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "আল্লাহ একদল লোকদের দেখে বিস্মিত হবেন যারা শিকলবদ্ধ অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করবে"। [আল-বুখারী থেকে বর্নিত]

ইবনে জাওযি (আল্লাহ তাঁকে রহম করুন) বলেন, "এর মানে হল যে, তাদেরকে বন্দী করা হয় এবং শিকলে আবদ্ধ করা হয়। একবার তারা ইসলামের সত্যকে উপলব্ধি করেছে, তারা স্বেচ্ছায় ইসলামে প্রবেশ করেছে এবং এভাবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করেছে। তাই 'বন্দী হতে বাধ্য হওয়া এবং শিকল' হল প্রথম কারণ (জান্নাতে যাওয়ার)। এটা এরকম যেন তিনি বলপূর্বক বন্দী হওয়াকে শিকলের দ্বারা বুঝিয়েছেন। এবং যেহেতু তা জান্নাতে যাওয়ার পেছনে আছে তাই তিনি একে কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন"। [ফাথহুল বারী – ইবনে হাযার]

তাই যে কেউ মনে করে যে 'সাবী' এর চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হল কামনা চরিতার্থ করা, তাহলে সে একজন ভ্রান্ত নির্বোধ ব্যক্তি। এছাড়া কেন শরীয়াহ দাসের প্রতি নরম হতে বলেছে, সাথে সাথে তাদেরকে ভালো আচরণ করতে বলেছে, যদিও আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে মুসলিমদের দাস বানিয়ে অপমানিত করেছেন? তারপরও তিনি (সুবহানাহু তায়ালা) কুফরের ভূমি থেকে তাদের স্বাধীনতাকে তাদের জন্য সরল সঠিক পথের হিদায়াতের মাধ্যম করে দিয়েছেন।

আবু যর (রাদিয়াল্লাহু আনহ) থেকে বর্নিত রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "যে ভাইদেরকে আল্লাহ তোমাদের করায়ত্ত করে দিয়েছেন, তোমরা যা খাও তা থেকে তাদেরকে খাওয়াও, তোমরা যা পরিধান কর তার থেকে তাদেরকে পরিধান করাও, তাদেরকে ঐ কাজের জন্য দায়ী করো না যা তারা করতে পারবে না। যদিও দায়িত্ব দিতে চাও, তাহলে তাদেরকে তাদের কাজে সাহায্য কর!" [আল-বুখারী ও মুসলিম থেকে বর্নিত]

আবু মাস'উদ (রাদিয়াল্লাহু আনহ) বলেন, "আমি আমার একজন দাসকে মেরেছিলাম এবং পিছন থেকে শুনতে পেলাম, 'হে আবু মাস'উদ, জেনে রাখো যে তোমার উপরে আল্লাহর ক্ষমতা, তার (দাস) উপর তোমার ক্ষমতার থেকে বেশি'। তখন আমি পিছনে তাকালাম এবং দেখলাম যে তিনি আল্লাহর রাসুল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। তারপর আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসুল, সে এখন মুক্ত'। তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উত্তর দিলেন, 'যদি তুমি তা না করতে তাহলে আগুন তোমাকে জ্বালিয়ে ফেলত অথবা আগুন তোমাকে অবশ্যই স্পর্শ করত'"। [মুসলিম থেকে বর্নিত]

হ্যাঁ, এটাই আমাদের বর্বর ইসলাম (তারা যে রকম দাবী করে), আমাদেরকে এমনকি দাসদেরও প্রতি দয়ালু হতে নির্দেশ করে। এটা আবশ্যক যদিও তারা কুফরীর উপরে অনড় থাকে। এবং আল্লাহর কসম, আমি এমন কোন কিছু শুনি নি বা দেখিনি যে দাওলাতুল ইসলামের কেউ একজন তার কোন দাসীকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে। বরঞ্চ যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, আমি তাদের সবাইকে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করতে দেখেছি, তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নয়। একবার কেউ যখন সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর রাসুল এবং তার (দাসী) উপর যা ফরজ তা পালন করতে শুরু করে, তখন আমরা বলি, "আস, তোমাকে স্বাগতম"। তার অন্তরে যা আছে আমরা তা আল্লাহ তায়ালার কাছে সমর্পণ করি।

যাদেরকে মিথ্যুক মিডিয়াতে দেখা গেছে এবং দাবী করেছে যে তারা দাওলাতুল ইসলাম থেকে পালিয়ে এসেছে, তারা মিথ্যা বলেছে এবং বানোয়াট কাহিনী লিখেছে, তাদের ব্যাপারে আমি বলি যে, যারা ইতিহাস পড়েছে এবং সিরাত অধ্যয়ণ করেছে তারা জানে যে, সব সময়ই অনেক প্রতারক ও পাপাচারী দাসী ছিল, যারা এমন কাহিনী বলত যে কোন নবজাতকের চুলও ধূসর হয়ে যেত। উম্মুল মু'মিনিন হাফসা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর এক দাসীকে হত্যা করতে আদেশ দেন যে তাঁর উপর যাদু করেছিল। তাই আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আল-খাত্তাব ঐ দাসীকে হত্যা করেন। ইবনে উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহ) এর দাসী পালিয়ে গিয়েছিল। তাহলে কি এ কারণে আমরা তৎকালীন লোকদের নিন্দা করবো বা দোষারোপ করবো?!

তারা একটি পবিত্র ও প্রশংসনীয় আইনের জন্য আমাদের সমালোচনা করে এবং ঐ আইন প্রত্যাখ্যান করে যার আঘাতে পর্বত পর্যন্ত ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়। সুতরাং দুর্ভাগ্য প্রতারকদের জন্য, দুর্ভাগ্য তাদের জন্য!

ঐসব দাসীরা কি বেশি ভাল যাদেরকে আমরা আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে গ্রহণ করি না ঐ পতিতাগুলো -একটি অপকর্ম যা তোমরা প্রকাশ্যে সমালোচনা কর না- যাদেরকে কুফরের ভূমিতে পুরুষেরা ভোগ দখল করে, যেখানে তোমরা বসবাস কর? তোমাদের দেশে একজন পতিতা প্রকাশ্যে পাপ করার পরেও আসা যাওয়া করে। সে তার সম্মান বিক্রি করে বেঁচে থাকে এবং তারা এ কাজ করে ঐসব ভ্রান্ত আলেমদের দৃষ্টি ও শ্রবণ সীমার মধ্যে, তারপরেও তাদের থেকে আমরা দুর্বল শব্দ পর্যন্ত শুনতে পাই না। যেহেতু ঐ দাসীদেরকে আমাদের প্রিয় নেতা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসারী পুরুষদের তরবারীর মাধ্যমে নেয়া হয়েছিল, তাই তার দাসত্ব মানবধিকারের বিপরীত এবং তার সাথে সহবাস হল ধর্ষণ?! তোমাদের কি হয়েছে? তোমরা কিভাবে এরকম বিচার করতে পার? তোমাদের দ্বীন কী? তোমাদের আইন কী? বরং আমাকে বল তোমাদের রব কে?

খিলাফাহর সৈনিকেরা কখনও কোন সুন্নাহের পুনর্জীবন ঘটায় নি বা কোন বিদআতকে ধ্বংস করেনি, যে ব্যাপারে তোমরা লম্পট ও বিধর্মী বলে ভৎর্সনা করেছ! আমাদেরকে একাকি ছেড়ে দাও, তোমরা ঢেকুর তুলে ঐ খিলাফাহর জন্য অপেক্ষা কর যা ওবামা তোমাদের কাছে নিয়ে আসে বা সেই সীমানার জন্য অপেক্ষা কর যা আবু কুরদুস (ইবলিস) তোমাদের জন্য এঁকেছিল। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, তোমরা যারা জ্ঞানী হওয়ার ভান কর এবং প্রত্যেক জনসমাবেশে শোরগোল কর, 'নিশ্চিতভাবে দাসের বাজার প্রতিষ্ঠিত হবে' তা রাজনৈতিক ভাবে "ন্যায়" এর বিরুদ্ধে হলেও!

এবং কে জানে, মিশেল ওবামার মুল্য দিনারের এক তৃতীয়াংশ এর চেয়ে বেশি হবে না বা দিনারের এক তৃতীয়াংশ না আবার তার জন্যে বেশি হয়ে যায়!

আমাদের শেষ প্রার্থণা হল যে, সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য এবং শান্তি ও দোয়া বর্ষিত হোক আমাদের নেতা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর, তাঁর পরিবার ও সাহাবীদের উপর।